৬ষ্ঠ পাঠ

একটি পরিকল্পনা অনুসরণ

"তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।"
মথি ৬ঃ১০ পদ।

পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে হলে প্রথমে আপনার অন্তরে তা আরম্ভ হতে হবে। আপনি কি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছুক এবং সে জন্য কি আপনি সব সময় প্রস্তুত? আপনি হয়তো বলবেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা কি আমাকে বলুন, তার পর আমি বলতে পারবো আমি ইচ্ছুক কি না।

ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন আপনি বিশ্বাস করেন যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি আপনার জীবনের ত্রাণকর্তা। আপনি হয়ত বলবেন, "এ-তো খুবই সহজ কথা, আমি তো তা বিশ্বাস করি, কিন্তু এটাই কি ঈশ্বরের একমাত্র ইচ্ছা"? না এটিই সব নয়। আসল যে বিষয় ঈশ্বর চান তা হল, সব বিশ্বাসীরা যেন যীশুর মত হয়। কিন্তু যীশুর মত কি কেউ হতে পারে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারে। ঈশ্বর চান যেন আপনি যীশুর মত হয়ে উঠনে। পবিত্র আত্মা আপনাকে যীশুর মত হতে সাহায্য করবেন।

সে কি রকম? বেশ তাহলে বলি শুনুন। যে ঘটনাগুলি আপনাকে যীশুর মত করে তোলে সেগুলি আপনার জন্য 'ভাল'। এর মানে দুঃখ কষ্টও আপনার পক্ষে ভাল হতে পারে। তা কেমন করে হয়, এই বিষয় বুঝবার জন্য এবং ঈশ্বর কেন আপনাকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান তা জানবার জন্য আপনাকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

পাঠের খড়সা

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝবার জন্য প্রার্থনা
তাঁর পরিকল্পনার জন্য প্রার্থনা
পবিত্র আত্মার সাহায্যে প্রার্থনা
ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পন।
আংশিক আত্ম সমর্পন।
পূর্ণ আত্মসমর্পন।
ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বিশ্বাস
প্রার্থনার পূর্বশর্ত
নিষ্ফল প্রার্থনা
লোকেরা যে সব বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করে।

... ...

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* আপনার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে সজাগ হতে পারবেন। আর পবিত্র আত্মা যে এই পরিকল্পনা পূর্ণ করতে সহায্য করেন সে বিষয়ও বুঝতে পারবেন।
* "আংশিক" এবং "পূর্ণ" আত্ম সমর্পেনের পার্থক্য বুঝতে পারবেন।
* "আংশিক" এবং 'পূর্ণ' আত্মসমর্পন কিভাবে, ঈশ্বরের সেবা ও উপাসনাকে প্রভাবিত করে তা দেখাতে পারবেন।
* আরো সফলভাবে প্রার্থনা করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

১) পাঠের লক্ষ্য এবং মূল শব্দগুলি পড়ুন।

২) আদি ১১ঃ১-৯ পদ, এবং প্রেরিত ২ঃ১ পদ পড়ুন এবং প্রার্থনার জন্য ও অন্য কাজ করবার উদ্দেশ্যে সমবেত জন-সমাবেশের মধ্যে পার্থক্য বের করুন।

৩) অনেক সময় আমাদের প্রার্থনা সঠিক হয় না, কেন, তা যাকোব ৪ঃ৩ পদ এবং মথি ২০ঃ২০-২৪ পদের সাহায্যে বুঝিয়ে বলুন।

৪) পাঠের বিস্তারিত বিবরণের এক একটি অংশ পড়ুন। এর মধ্যেকার প্রশ্নগুলি এবং পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

... ...

মূল শব্দাবলী

আংশিক পারাক্লিত পূর্বশর্ত ওজর একতাবদ্ধ
অসীম সীমাবদ্ধ অপবাদ মুক্তিপ্রাপ্ত
স্মরণ

... ...

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝবার জন্য প্রার্থনা

লক্ষ্য—১ঃ ঈশ্বরের পরিকল্পনার দুটি অংশ কি কি তা বলতে পারা।

লক্ষ্য—২ঃ প্রার্থনা কিভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় আপনার অংশটি সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করবে তা ব্যাখা করতে পারা।

সমস্ত বিষয়ের জন্যই কি আমাদের প্রার্থনা করা উচিত? আমার প্রতি দিনের প্রতিটি কাজের জন্য-ই কি ঈশ্বরের কোন ইচ্ছা আছে? আমি কোন্ জুতা জোড়া পড়বো তা কি ঈশ্বর ঠিক করে দেবেন? কোন পথে অফিসে যাব, দুপুরে কি খাব, এমনি ছোট খাট বিষয়য় কি ঈশ্বর খেয়াল করেন।

আমাদের সব রকম ছোট খাট কাজ-ই ঈশ্বর জানেন। কিন্তু কি করব আর কি করব না তা ঠিক করবার জন্য ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন। যে সব বিষয় ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাধা দেয়না অথবা তাতে সাহায্যও করে না, সে সব বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করবার প্রয়োজন নেই। এই বিষয়গুলি আমাদেরই স্থির করতে হবে। আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, "এর সাথে কি ঈশ্বরের পরিকল্পনার কোন যোগ আছে? এটা কি আমাকে ঈশ্বরের সংগে চলতে শক্তি যোগাবে?" এর জন্যই ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং তিনি চান যেন আমরা তা ব্যবহার করি।

১) কোন কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করবার প্রয়োজন নেই কেন?

... ...

কিন্তু এমন অনেক "ছোট" বিষয় আছে যেগুলি আসলে ছোট নয়, কারণ সেগুলির সাথে ঈশ্বরের পরিকল্পনার যোগ আছে। আমি যদি বলি, "আজকে আমার প্রার্থনা করবার ইচ্ছা নেই, "তাহলে সেটা "ছোট" বিষয় নয়। প্রার্থনা না করলে আমি আত্মিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ি। ঈশ্বরের সংগে চলবার শক্তি পাই না। আমি আত্মিক ভাবে বেড়ে উঠতে পারি না। কিন্তু যখন আমি বলি "আজকে আমার মাছ খাবার ইচ্ছা নেই "তখন সেটা একটা ছোট বিষয়। এজন্য প্রার্থনা করবার প্রয়োজন নেই। মাছ খাওয়া বা না-খাওয়ার সংগে ঈশ্বরের পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক নেই।

২) নীচের প্রতিটি সত্য উক্তির বাম পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

ক) সব কিছুর জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।

খ) সব কিছুই ঈশ্বর জানেন।

গ) যে বিষয়গুলির সাথে ঈশ্বরের পরিকল্পনার যোগ আছে সেগুলি মোটেই ছোট বিষয় নয়।

ঘ) ঈশ্বর আমাদের ছোট খাট কাজগুলি নিয়ে চিন্তা করেন না।

কোন কোন সময় ঈশ্বর আমাদের মনে এমন একটা চিন্তা দেন যা আমাদের কোন স্থানে যেতে অথবা কোন কাজ করতে নিষেধ

করে। এইভাবে তিনি আমাদের জীবন রক্ষা করেন। এইরূপ "চিন্তা" আসলে আমাদের অন্তরে বাসকারী পবিত্র আত্মারই রব। অন্তরের এই সতর্কবাণীর প্রতি আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। আমাদের জানা দরকার কিভাবে পবিত্র আত্মার রব শুনতে হয়। যদিও ঈশ্বরের দূতগণ আমাদের প্রত্যেককে পাহারা দেন, তবুও আমাদের আত্মার রব শুনতে হবে। অনেক সময় পবিত্র আত্মার কথা না শুনে আমরা বিপদে পড়ি। যারা পবিত্র আত্মার রব শোনে, ঈশ্বরের দূতগণ তাদেরই রক্ষা করেন।

তাই যে বিষয়ের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের সম্পর্ক নেই, সেই সব বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চলতে পারলেও আমাদের সব সময় পবিত্র আত্মার রব শুনতে হবে, যেন এসব বিষয়েও কোন ভুল করে আমরা বিপদে না পড়ি।

৩) ঈশ্বর মাঝে মাঝে কিভাবে আমাদের বিপদের বিষয়ে সতর্ক করেন?... ... ...

... ...

তাঁর পরিকল্পনার জন্য প্রার্থনা

এই বইয়ের সর্বত্র আমরা যা বলছি এখানে তাই-ই আবার বলতে চাই। ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা আছে। প্রত্যেক বিশ্বাসীর উচিত প্রার্থনা সহকারে এই পরিকল্পনা মত কাজ করতে চেষ্টা করা। অন্য কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করবার আগে আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয় চিন্তা করতে হবে। নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, "ঈশ্বর আজকে আমাকে দিয়ে যা করাতে চান আমি কি তা-ই করছি? আমার কাজ কি তাঁর পরিকল্পনার অংশ?"

ঈশ্বরের পরিকল্পনা কেবল প্রচারকদের জন্য নয়, কিন্তু সকলের জন্য। কাপড়ের দোকানে যে লোক কাপড় বিক্রি করে সে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছে কিনা তা জানা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, একজন সুসমাচার প্রচারকও ঈশ্বরের ইচ্ছা মত কাজ করছে কিনা জানাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

৪) প্রতিটি সত্য উক্তির বাম পাশে (√) চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা বা ইচ্ছা আছে, আর প্রত্যেক বিশ্বাসীর উচিত সেই পরিকল্পনা মত কাজ করা।

খ) ঈশ্বরের পরিকল্পনা কেবল প্রচারকদের জন্য।

গ) একজন কৃষকের জানা উচিত তার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বা ইচ্ছা কি।

ঘ) কোন চাকুরী গ্রহণ করার আগে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত।

আপনি যদি কোন একটা চাকুরী পান তবে তা গ্রহন করবার আগে আপনার প্রার্থনা করা উচিত। কত টাকা বা সুযোগ সুবিধা পাবেন তা নয়, কিন্তু ঐ কাজ আপনাকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা মত কাজ করতে সাহায্য করবে কিনা, তা দেখেই আপনার ঐ কাজ নেওয়া উচিত। কেউ কেউ বেশী বেতনের লোভে এমন জায়গায় চাকুরি নেয়, যেখানে কোন মণ্ডলী নেই। এমন হতে পারে যে আপনি যেখানে চাকরী নিয়েছেন সেখানে একটা নতুন মণ্ডলী গড়ে তুলছেন। যদি তাই হয় তাহলে আপনি হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই কাজ করেছেন। কিন্তু ঐ চাকুরী নেওয়ার ফলে যদি আপনার গীর্জায় যাওয়া ও প্রার্থনা করা বন্ধ হয়ে যায় তবে আপনি ভুল করেছেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরে চলে যাওয়ার চেয়ে বরং অল্প বেতনের চাকুরীও ভাল।

ঈশ্বরের ইচ্ছা কি? আমি আবার বলছি, ঈশ্বরের ইচ্ছা—

১) যেন সকলে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে।

২) বিশ্বাসীরা যেন প্রভু যীশুর মত হয়।

যীশু আমাদের মহান আদেশ দিয়েছেন। মথি ২৮ : ১৯-২০ পদ আপনার মনে আছে কি? ৫ম পাঠে আমরা এ বিষয় আলোচনা করেছি। যারা সুসমাচার শোনেনি তাদের জন্য যীশু তাঁর ইচ্ছার কথা এখানে বলেছেন।

৫) মথি ২৮ : ১৯-২০ পদে যীশু কোন্ ৪টি বিষয় করতে বলেছেন?

... ...

এটাই যীশুর আদেশ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা। অন্যান্য প্রার্থনার চেয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনার জন্য প্রার্থনা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের পরিকল্পনা মত কাজ করবার জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের লোক দরকার হবে। সেই সমস্ত লোকের দরকার হবে যারা—

প্রার্থনা করতে পারে।

প্রচার করতে পারে।

কাজ করতে ও দান করতে পারে।

শিক্ষা দিতে পারে।

তাদের প্রতিবেশীদের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারে।

অন্যান্য দেশের লোকদের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারে।

হাত দিয়ে বিভিন্ন প্রকার নির্ম্মাণ কাজ করতে পারে।

দুঃখীদের সান্তনা দিতে পারে

তাই ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে হলে অনেক লোকের দরকার। ঈশ্বর আমাদের দিয়ে কি করাতে চান তা জানবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে প্রার্থনা করতে হবে। আমাদের আরো প্রার্থনা করতে হবে যেন অন্যরাও ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে নিজেদের উৎসর্গ করে।

৬) ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সাহায্য করবার জন্য দরকার এমন সাত প্রকার লোকদের নাম বলুন।

... ...

পবিত্র আত্মার সাহায্য প্রার্থনা

কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা আমরা কিভাবে জানতে পারি? আমাদের নিজেদের পরিবারেই যখন প্রয়োজনীয় জিনিষের এত অভাব তখন কিভাবে আমরা অন্যদের পরিত্রানের জন্য প্রার্থনা করতে পারি এবং বিশ্বাসীরা যেন যীশুর মত হয় সে জন্যই- বা কিভাবে প্রার্থনা করতে পারি? আমাদের ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে হয়, থাকবার জন্য ঘরবাড়ী তৈরী করতে হয়, পাওনা শোধ করতে হয়, পরবার জন্য জামা কাপড় কিনতে হয়, অনেক কিছু শিখতে হয়। এগুলি ছাড়াও আছে আমাদের নিজেদের পরিকল্পনা। আমরা কি ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে এগুলির চেয়েও বড় স্থান দিতে পারি, বা দেওয়া সম্ভব?

এর উত্তর, "হ্যাঁ," কিন্তু এজন্য সাহায্য দরকার। স্বর্গে যাবার সময় যীশু বলেছিলেন যে তিনি পবিত্র আত্মা পাঠিয়ে দেবেন। পবিত্র আত্মার বিভিন্ন নামের একটি নাম হল, "পারাক্লিত"। এই গ্রীক নামের মানে হোল "যিনি পাশে থেকে সাহায্য করেন," আমাদের তো তাই-ই দরকার। আমাদের এমন একজনকে দরকার যিনি আমাদের ঠিক কাজটি করতে সাহায্য করবেন। যিনি প্রথম বিষয়গুলিকে সব কিছুর উপরে স্থান দিতে আমাদের সাহায্য করবেন। কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা শেখানোর জন্য আমাদের একজন সাহায্যকারী দরকার। আর ঠিক্ এই জন্যই প্রভু যীশু পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছেন।

৭) "পারাক্লিত" হোল—

ক) যীশু খ্রীষ্টের আর এক নাম।

খ) সাদা কবুতরের আর এক নাম।

গ) প্রেরিত পৌলের আর এক নাম।

ঘ) পবিত্র আত্মার আর এক নাম।

পবিত্রআত্মাকে আমাদের দরকার কেন, তা কি আপনি জানেন? পবিত্র আত্মা আমাদের উপযুক্ত ভাবে প্রার্থনা করতে সাহায্য করেন। রোমীয় ৮ঃ২৬-২৭ পদে বাইবেল কি বলে দেখুন। "আমাদের দুর্বলতায় পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন।

কি বলে প্রার্থনা করা উচিত তা আমরা জানিনা। "হ্যাঁ, অনেক অনেক সময়ই প্রার্থনায় কি বলা উচিত তা আমরা বুঝতে পারিনা। তাই' যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেই রকম আকুলতার সংগে পবিত্র আত্মা নিজেই আমাদের হয়ে অনুরোধ করেন। যিনি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখেন তিনি পবিত্র আত্মার মনের কথাও জানেন, কারণ পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই ঈশ্বরের লোকদের জন্য অনুরোধ করেন।"

৮) প্রার্থনায় আমাদের পবিত্র আত্মার সাহায্য দরকার হয় কেন?

... ...

ঈশ্বরের প্রশংসা করুন। এখন "ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই" আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করবার জন্য আমরা এক জনকে পেয়েছি। আর ঠিক এটিই আমাদের দরকার। পবিত্র আত্মা কখনো স্বার্থপর বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করবেন না। পবিত্র আত্মা প্রার্থনা করবেন—

১) যেন সকল মানুষ খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে।

২) যেন সকল বিশ্বাসী যীশু খ্রীষ্টের মত হয়।

আমাদের পবিত্র আত্মার কাছে নিজদের সঁপে দিতে হবে। পবিত্র আত্মার সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে চলতে হবে। পবিত্র আত্মাকে আমাদের জন্য এবং আমাদের মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করতে দিতে হবে। মাঝে মাঝে আমরা পাপী লোকদের জন্য প্রার্থনা করবার খুব বেশী প্রয়োজন বোধ করি। তখন পবিত্র আত্মা এক অজানা ভাষায় আমাদের মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করেন। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই প্রার্থনা করেন। মাঝে মাঝে আমরা প্রভু যীশুর যোগ্য আচরণ করছিনা বুঝতে পেরে, তাঁর মত হবার জন্য প্রার্থনা করি। তখন পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা মত প্রার্থনা করাই তাঁর কাজ।

৯) পবিত্র আত্মা কিভাবে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন?

... ...

যখন আমরা নিজেদের জন্য প্রার্থনা করি, তখন সেই প্রার্থনার যদি ঈশ্বরের পরিকল্পনার সাথে কোন সম্পর্ক না থাকে তবে পবিত্র আত্মাকে আমরা সাহায্যকারী হিসাবে আশা করতে পারি না। আমরা যদি ঈশ্বরের কাজে সাহায্য করতে টাকা-পয়সার জন্য প্রার্থনা করি তাহলে পবিত্র আত্মা সাহায্য করবেন। কিন্তু নিজের সুখ-সুবিধার জন্য প্রার্থনা করলে আমাদের নিজেদেরই প্রার্থনা করতে হবে, পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করবেন না। কারণ তাঁর কাজ হোল ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রার্থনা করা।

ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পন

লক্ষ্য-৩ "আংশিক" এবং "পূর্ণ" আত্মসমর্পণ কি তা বলতে পারা।

ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলবার মধ্যেই যত সুখ ও আনন্দ। অসুখী কারা? কারা সব সময় অসন্তুষ্ট? কাদের জীবন শূন্য ও অর্থহীন? তারা কারা? এরা সেই লোকেরা যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা মত কাজ করে না।

এই জগতের সব চেয়ে অসুখী লোক কারা? যারা মনে করে যা চাই তা সব পাওয়ার মধ্যেই সুখ, আর যারা মনে করে নিজের খুশীমত চলতে পারাই সুখ। তারা খুবই ঠকে। পৃথিবীর প্রায় সব জিনিষই তাদের আছে, কিন্তু নাই শুধু সুখ!

আপনি দেখতে পাচ্ছেন কোন্ লোক কত জোরে হাসে তা দিয়েই তার সুখ মাপা যায়না বা তার কত বেশী জিনিষ আছে তা দিয়েও না। ধন-সম্পত্তি, জিনিষপত্র দিয়ে আমাদের জীবন গঠিত হয়, না। যেন জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও তাঁর রাজ্যকে সব কিছুর উপরে স্থান দেওয়া হয় সেই জীবন-ই সুখী জীবন।

১০) বিশ্বাসীর সুখ ও আনন্দ কোথায়?

... ...

আংশিক আত্মসমর্পণ

এখন আসুন কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করি। কিছু লোক আছে যারা বলে, "আপনি যা চান তা আমি করে দেব, যদি... ... ..." এর পরে তারা অনেক ওজর ও দাবী-দাওয়া তোলে। তারা বলে, "আমি যাব যদি সেখানে থাকবার ঘর থাকে।" অথবা তারা বলে, 'আমি যাব,-যদি তারা মোটা টাকা দেয়। "অথবা" আমি যাব, যদি আমার মা'ও আমার সাথে যেতে পারেন। 'অথবা' আমি যাব,-যদি আমার বাড়ী ও বাগানের কাছেই থাকতে পারি।"

প্রিয় ভাই-বোন, এগুলি হোল "আংশিক" আত্ম সমর্পণের দৃষ্টান্ত। এই লোকেরা 'হ্যাঁ' বলেছে কিন্তু তার পর যোগ করেছে 'যদি'। যে লোকেরা 'যদি' বলে তারা প্রভু যীশুর মহান আদেশ পালন

করতে পারে না। যারা কোন রকম ওজর অথবা দাবী-দাওয়া না তুলে বলে, 'এই যে আমি, প্রভু, আমাকে পাঠাও' তারাই এই আদেশ পালন করতে পারে।

১১) যারা আংশিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছে তারা যীশুর মহান আদেশ পালন করতে পারে না কেন?

... ...

গীত ৭৮ঃ ৪১ পদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এমন দুটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা একদম অসম্ভব মনে হয়। এই পদ বলে, 'তাহারা ফিরিয়া ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল, ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে সীমাবদ্ধ করিল।'

তারা— ১) ঈশ্বরের পরীক্ষা করেছিল।
২) ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করেছিল (বা ঈশ্বরের শক্তিকে খাট করেছিল)

ঈশ্বরের পরীক্ষা করা অথবা ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করা যায় কি? মানুষও ঈশ্বরের পরীক্ষা করতে পারে, তাঁকে সীমাবদ্ধ করতে পারে, এ কথাটা আমাদের মনে ভয় জাগিয়ে তোলে। একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কিভাবে সীমাবদ্ধ করা যায়?

ঈশ্বর যদি নিজেই সীমাবদ্ধ হতে না চান তবে তাঁকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আর ঈশ্বর নিজেই সীমাবদ্ধ হতে চেয়েছেন। তিনি মানুষকে তার পরিকল্পনার মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি সুস্থ্য করতে চাই, কিন্তু মানুষের বিশ্বাস যতটুকু কেবল ততটুকু আমি করবো (অর্থাৎ মানুষের বিশ্বাসের চেয়ে বেশি তিনি করতে পারেন না)। অথবা, আমি ঐ লোকটিকে আমার সেবা করবার জন্য নিতে চাই, কিন্তু তার সেবা কাজের ইচ্ছা যতটুকু আমি তার কাছে ততটুকুই পাব।"

ঈশ্বর এইভাবেই কাজ করে থাকেন, অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে আকাংখী কোন লোক না পেলে সেই কাজ তিনি করতে পারেন না।

১২) গীত ৭৮ : ৪১ পদ পড়ুন। ইস্রায়েলীয়রা কোন দুই ভাবে ঈশ্বরের কাজে বাধা দিয়েছিল?

পরিত্রানের বেলায়ও আমরা ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করতে পারি। কেউ ধ্বংস হোক তা ঈশ্বর চান না, কিন্তু তবুও অনেকে ধ্বংস হয়। কেন? কারণ তারা নিজেদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে তুলে দেয় না।

রোগের বেলায়ও একথা ঠিক। ঈশ্বর রোগীদের সুস্থ্য করতে চান। কিন্তু ঈশ্বর সুস্থ্য করতে চাইলেও অনেকে অসুস্থ্য থেকে যায়। কেন? কারণ ঈশ্বরের যেরূপ ইচ্ছা, তাদের সেরূপ বিশ্বাস নেই। তারা সুস্থ্য হতে পারতো, কিন্তু বিশ্বাস নেই বলে তারা সুস্থ্য হতে পারেনা। তারা বিশ্বাস করে না বলে ঈশ্বরও তাঁর শক্তি দেখাতে পারেন না। এই ভাবে বিশ্বাস না করে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করা হয়।

আমরা জানিনা ঈশ্বর কেন তার পরিকল্পনায় এই পথ বেছে নিলেন এ বিষয়ে চিন্তা করুন। মানুষের বিশ্বাস এবং ইচ্ছা কত দরকারী তা ভেবে দেখুন।

তিনি চান যেন সকল মানুষ পরিত্রাণ পায়। কিন্তু সকলে নিজেদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে তুলে দেয় না বলে সকল মানুষ পরিত্রান পাবে না।

তিনি চান যেন সকলে যীশুর মত হয়, কিন্তু সকল মানুষ যীশুর মত হবে না। কেন? কারণ তারা নিজেদের যীশুর মত নত করতে চায় না। এইভাবে ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হন।

১৩) প্রতিটি সত্য উক্তির বাম পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বর রোগীদের সুস্থ্য করতে চান।

খ) আমরা ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করতে পারি।

গ) আমাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট তুলে দিতে হবে।

ঘ) সকল মানুষ পরিত্রান পাবে।

পূর্ণ আত্ম সমর্পন

বাবিলের দুর্গতৈরীর ইতিহাসে (আদি ১১ঃ১-১১ পদ) আমরা দেখতে পাই যে, সব মানুষ একই জায়গায় বাস করতো এবং তাদের একই ভাষা ছিল। তারা একতাবদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এখানে আমরা দেখতে পাই যে তাদের মধ্যে একতা ছিল। কিন্তু সে একতা ছিল ঈশ্বর বিহীন (অবিশ্বাসী) লোকদের একতা, তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য এক হয়েছিল। ফল কি হয়েছিল? ঈশ্বর তাদের মধ্যে ভাষাভেদ সৃষ্টি করলেন এবং এর ফলে তাদের দুর্গতৈরীর কাজ বন্ধ করতে হোল।

১৪) আদি ১১ঃ১-১১ পদ পড়ুন। ঈশ্বর কেন লোকদের মধ্যে ভাষাভেদ সৃষ্টি করেছিলেন?

... ...

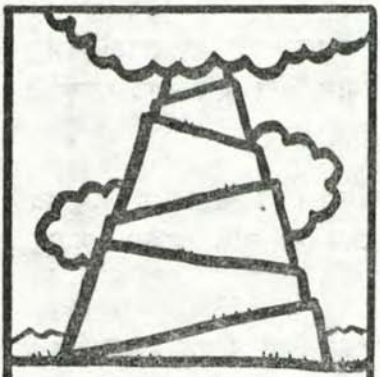

অবিশ্বাসী মানুষের একতা

ঈশ্বর এবং মানুষের একতা

প্রেরিত ২ঃ৪ পদে আমরা পড়ি যে, প্রথম খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা সকলে একস্থানে একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করছিল। হঠাৎ সেখানে জোর বাতাসের শব্দের মত শব্দ হোল এবং তারা সকলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন। তারা অজানা ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। এটা ছিল ঈশ্বর এবং মানুষের একতা। সত্যি কি এটা সুন্দর একতা নয়?

মানুষের ইচ্ছা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে এক হয় তখন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। তখন রোগীদের সুস্থ্য করা যায়। অন্ধরা দেখতে পায় এবং খোঁড়া লোকেরা হাঁটতে পারে। কেন তা হয়? কারণ তখন ঈশ্বরের পরিকল্পনাই কাজ করে। ঈশ্বর এবং মানুষ আবার একত্রে চলা ফেরা এবং কথাবার্তা বলে।

এটিই প্রার্থনা ও উপাসনার উদ্দেশ্য। প্রশংসা ও ধন্যবাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সংগে কথা বলাই উপাসনা। উপাসনার সময় ঈশ্বর আমাদের মাঝে আসেন, আর তখন আমাদের অন্তরের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে এক হয়। যখনই আমাদের অন্তর বা হৃদয় ঈশ্বরের অন্তরের সাথে এক হয়, তখন যে কোন আশ্চর্য্য ঘটনা-ই ঘটতে পারে। এই বিষয় চিন্তা করে আমাদের হৃদয় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে।

১৫) প্রার্থনা ও উপাসনার উদ্দেশ্য কি?

... ...

পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ হোল ঈশ্বর এবং মানুষের ইচ্ছার মধ্যে পূর্ণ মিলন। আমরা ঈশ্বরকে তাঁর ইচ্ছা বদলাতে বলতে পারি না। আমাদেরই-তাঁর ইচ্ছা জেনে সেই মত কাজ করতে হবে। যখন আমরা তা করবো তখন যীশুর মহান আদেশটি পালিত হবে এবং জগত প্রভু যীশুর সুখবর শুনতে পাবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বিশ্বাস

লক্ষ্য - ৪ : মানুষ কোন্ তিন প্রকার জিনিষের জন্য প্রার্থনা করে, আর এই জিনিষগুলির জন্য কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারা।

"উপাসনার শ্রেষ্ঠত্বের" উপর লেখা এই খণ্ডটি আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। আসুন সংক্ষেপে এর সারমর্ম আলোচনা করি। যে সব বিষয়ের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক আছে, সেগুলি নিয়েই উপাসনার কাজ। আর সেই সব বিষয়ই আমাদের প্রার্থনায় সর্বদা শ্রেষ্ঠ স্থান পাবে।

অন্যান্য যে সব জিনিষ আমাদের দরকার সেগুলি নিয়ে যে ঈশ্বর চিন্তা করেন না তা নয়। তিনি সেগুলির বিষয়ও চিন্তা করেন। আমরা যদি ঈশ্বরের রাজ্য আর তিনি আমাদের কাছ থেকে যা চান সেগুলির জন্য অন্যান্য সব কিছুর চেয়ে বেশী চেষ্টা করি, তাহলে তিনি এই অন্যান্য জিনিষগুলিও যোগাবেন। (মথি ৬ ঃ ৩৩ পদ)।

প্রার্থনার পূর্বশর্ত

বিশ্বাসের অসীম ক্ষমতার কথা নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন। আমরা জানি বিশ্বাসের অসাধ্য কিছু নেই। আসুন এ বিষয়ে আমরা কতগুলি বাইবেলের পদ লক্ষ্য করি ঃ

"ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব" (মথি ১৯ ঃ ২৬ পদ)।" যদি একটা সর্ষে-দানার মত বিশ্বাসও তোমাদের থাকে, তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, 'এখান থেকে সরে যাও,' আর তাতে ওটা সরে যাবে। তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না "(মথি ১৭ ঃ ২০ পদ)।" আমার ঈশ্বর··· ··· ··· ···তোমাদের সব অভাব পূরণ করবেন" (ফিলীপিয় ৪ ঃ ১৯)। "তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই চেয়ো, তোমাদের জন্য তা করা হবে" (যোহন ১৫ ঃ ৭ পদ)।

বাইবেলের এই প্রতিজ্ঞাগুলি কি অসীম, না এদের সাথে কোন শর্ত বা 'যদি' যোগ করা আছে। ঈশ্বর আমাদের ধনদাতা বলে কি দারিদ্রতা বা অভাব অনাটন আমাদের জীবনে ঘটবে না? রোগীরা সুস্থ্য না হলে কি আমরা তাদের বিশ্বাস নেই বলে অপবাদ দেব?

আমাদের প্রার্থনার সংগে "যদি তোমার ইচ্ছা হয়"-এই কথা যোগ করে দেওয়া কি ভুল? ঠিকভাবে প্রার্থনা করবার জন্য আমাদের উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর অবশ্যই জানা দরকার।

১৬) বাম পাশে উক্তিগুলির সংগে ডান পাশের পদগুলির মিল দেখান।

ক) ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাবেন।
১) যোহন ১৫ ঃ ৭ পদ।

খ) যা চাইবে তা-ই পাবে।

২) মথি ১৯ ঃ ২৬ পদ।

গ) একটা সর্ষেবীজের মত বিশ্বাস থাকলে তোমরা সব কিছুই করতে পারবে।

৩) ফিলিপীয় ৪ ঃ ১৯ পদ।

ঘ) ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব।

৪) মথি ১৭ ঃ ২০ পদ।

আসুন আমরা উপরের পদগুলি নিয়ে আলোচনা করি। এই পদগুলিতে যা করবার কথা বলা হয়েছে তা কি এমনি-ই করা হবে, কোন রকম শর্ত ছাড়াই? না, এজন্য কতগুলি শর্ত ঐ পদগুলির মধ্যেই দেওয়া হয়েছে? বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে, নিঃস্বার্থপর ভাবে দান করতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্য জানাতে হবে। আরো মনে রাখবেন যে, যে সব প্রার্থনার উত্তর দিলে অন্য একজন বিশ্বাসীর ক্ষতি হতে পারে সেই রকম প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বর দেন না।

১৭) প্রার্থনার উত্তর লাভের পূর্বশর্তগুলি কি কি?

... ...

"তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই চেয়ো, তোমাদের জন্য তা করা হবে" (যোহন ১৫ ঃ ৭ পদ)। এই প্রতিজ্ঞাটি কি আমরা সব রকম প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি? আমাদের মন যা চাইবে আমরা তার সবই চাইবো আর ঈশ্বর সবই দেবেন? এজন্য কি কোন শর্ত ("যদি") নেই? নিশ্চয়ই আছে।

যদি এই প্রতিজ্ঞাটির জন্য কোন শর্ত না থাকত তবে তো আমরা প্রার্থনা করতে পারতাম, যেন আমাদের ঘরটি প্রতিদিন নিজে নিজে পরিষ্কার হয়ে যায়। যেন পৃথিবীর প্রত্যেক লোক ধনী হয়। যেন আমাদের পরিবারের কেউ না মরে। প্রতিজ্ঞাটির কোন "সীমা" না থাকলে আমরা এই সমস্ত কাজ ইচ্ছামত করতে পারতাম।

আপনি হয়তো বলবেন, "এতো বোকার মত কথা, ঈশ্বর কখনই ঐ রকম প্রার্থনার উত্তর দেন না।"

এই কথা যদি আমরা মেনে নেই তাহলে আমাদের এটাও মেনে নিতে হবে যে, তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না"-এই প্রতিজ্ঞাটিরও একটা সীমা আছে। অর্থাৎ অনেক বিষয় আছে যেগুলির জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত নয়।

১৮) প্রতিটি সত্য উক্তির বাম পাশে টিক (√) চিহ্ন দেন।

ক) কোন্ কোন্ বিষয়ের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত না।
খ) ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলির জন্য কয়েকটি শর্ত আছে।
গ) আমরা যা চাইবো তার সব কিছুই দেবেন বলে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন।
ঘ) যোহন ১৫ ঃ ৭ পদের প্রতিজ্ঞাটির একটা সীমা আছে।

আসুন এখন আমরা ফিলিপীয় ৪ ঃ ১৯ পদে দেওয়া প্রতিজ্ঞাটি দেখি। "আমার ঈশ্বর তোমাদের সব অভাব পূরণ করবেন"। এটা একটা গৌরবময় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু "অভাব" কথাটি ব্যবহারের দ্বারা এর একটা সীমা টানা হয়েছে। মানুষ যা চায় তার সাথে তার অভাবের বিরাট পার্থক্য আছে।

একটা সুন্দর দামী ঘর, অনেক টাকা-পয়সা, ভাল স্বাস্থ্য, সাফল্য এবং সুনাম কে না চায়?

সুন্দর সুশ্রী হতে কে না চায়? উপরের প্রতিজ্ঞাটি কি এই সব ক্ষেত্রে খাটে? ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি আমাদের অভাব পূরণ করবেন। কিন্তু আমরা যাকে অভাব মনে করি, ঈশ্বরের চোখে তা অভাব না-ও হতে পারে। আমরা প্রার্থনায় সেগুলি চাইতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। আমাদের পক্ষে কি ভাল তা তিনি জানেন। আমাদের প্রার্থনার সংগে আমরা এই কথা যোগ করবো "যদি তোমার ইচ্ছা হয়।"

"তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই চেয়ো, তোমাদের জন্য তা করা হবে' (যোহন ১৫ ঃ ৭ পদ)—এইটি আরেকটি গৌরবময় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে। এই প্রতিজ্ঞার প্রথমে এই কথাগুলি আছে, "যদি তোমরা আমার মধ্যে থাক আর আমার কথাগুলো তোমাদের অন্তরে থাকে.....।—এটা হোল প্রতিজ্ঞার শর্ত।

১৯) যোহন ১৫ঃ৬ পদের প্রতিজ্ঞাটির সাথে কি শর্ত যোগ করা হয়েছে ... ...

... ...

নিস্ফল প্রার্থনা

আসুন দুজন বিশ্বাস বীরের কথা পড়ি। তারা নিজের ইচ্ছা মত যা চেয়েছিলেন তা তাদের জন্য করা হয়নি। যীশু প্রার্থনা করেছিলেন "এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও (লুক ২২ঃ৪২ পদ)। প্রভুযীশুর বিশ্বাস ছিলনা একথা কি কেউ বলতে পারে? তাহলে তাঁর প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়নি কেন? যীশুর প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়নি কারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি তাঁর পুত্রের ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষকে উদ্ধার করবেন। "আমাদের পাপের ভার বহনের" অভিশাপের বিরুদ্ধে যীশুর সমস্ত দেহ-মন চিৎকার করে উঠেছিল বলেই কি আমরা মনে করবো তাঁর বিশ্বাস দুর্বল ছিল? কখনোই না! তাঁর ভুল হয়নি বা তিনি দুর্বল ছিলেন না। আসলে তাঁর বিশ্বাস খুবই শক্তিশালী ছিল। তিনি নিজের ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন! মানুষ হিসাবে তিনি দুঃখ ভোগ করতে চাননি, মরতেও চাননি। ঈশ্বরের পবিত্র পুত্র হিসাবে তিনি মানুষের পাপ বহন করতে চাননি। কিন্তু যীশু শেষ পর্যন্ত পিতার ইচ্ছাকেই সব কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। বলে আমরা তাঁর প্রার্থনাকে নিখুঁত বলতে পারি। আমাদেরও ঠিকভাবে প্রার্থনা করা উচিত।

সাধারণতঃ আমরা গরীব না হয়ে ধনী হতে চাই, দুরের কোন স্থানে না গিয়ে বাড়ীর কাছে থাকতে চাই। আমরা মৃত্যু বা রোগ-অসুস্থতা নিয়ে পড়ে থাকার চেয়ে বরং ভাল স্বাস্থ্য ও সুখ নিয়ে বেচে থাকতে চাই।

কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানরূপে স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছাকে আমরা অন্য সব কিছুর চেয়ে বড় স্থান দেব। এই জন্যই আমরা যীশুর সাথে বলতে পারি "তবুও আমার ইচ্ছা মত নয়, তোমার ইচ্ছামতই হোক।"

২০) প্রভু যীশুর প্রার্থনা নিখুঁত ছিল কেন?

... ...

প্রেরিত পৌল একজন বিশ্বাস-বীর ছিলেন। তবুও তিনি তাঁর সব প্রার্থনার উত্তর পাননি। তার একটা যন্ত্রনাদায়ক রোগ ছিল। তার এই রোগ ভাল করবার জন্য তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। পৌলের চেয়ে বড় বিশ্বাসী কেউ ছিল না। তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই চেয়ো"—আমাদের মত পৌলের কাছেও এটি ছিল ঈশ্বরের একটি প্রতিজ্ঞা। তাই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। তিন বার তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। তিন বারই ঈশ্বর তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার দয়াই তোমার পক্ষে যথেষ্ট, কারণ দুর্বলতার মধ্য দিয়েই আমার শক্তি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়" (২ করিন্থীয় ১২ : ৯ পদ)।

২১) দুইজন বিশ্বাস-বীরের নাম বলুন, যারা যেমন প্রার্থনা করেছিলেন তেমন উত্তর পান নাই।

... ...

উপরের সবগুলি দৃষ্টান্ত একটা কথা-ই বলে। আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের ঈচ্ছা মত হতে হবে। আমরা যদি ঈশ্বরের কোন প্রতিজ্ঞার বিষয় দাবী করি তবে তাও ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই হতে হবে। যে প্রার্থনার সাথে ঈশ্বরের ইচ্ছার মিল নেই তা ঈশ্বর গ্রাহ্য করেন না। এই ধরনের প্রার্থনা করা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার অপব্যবহার। "তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক, "এই কথাকে সর্বদাই আমাদের প্রার্থনায় প্রথম স্থান দিতে হবে।

এই জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা সবচেয়ে দরকারী বিষয়। দুটি বিষয় আছে যা সব সময়ই ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত। আমরা যখন

এগুলির জন্য প্রার্থনা করি তখন "যদি তোমার ইচ্ছা মত হয়" বলবার দরকার নাই। এই বিষয়গুলি হোল ঃ

১) তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।

২) তোমার রাজ্য আসুক।

আমরা জানি যে, এই দুটি বিষয়কে অমান্য করা হয় এমন কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করলে আমরা ভুল করবো। অন্য কথায় বলা যায়, "আমার নামে যা-কিছু চাইবে..... এই প্রতিজ্ঞাটিকে আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারি না। আমরা যদি নিজেদের নামের গৌরব (সম্মান, খ্যাতি) চাই, তাহলে সততার সাথে ঈশ্বরের নামের গৌরবের জন্য প্রার্থনা করতে পারিনা।

২২) প্রতিটি সত্য উক্তির বাম পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।
খ) নিজের সম্মান, খ্যাতি ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করা ঠিক।
গ) প্রার্থনা করতে হলে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা দরকার।
ঘ) ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।

আবার ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন সব মানুষ পরিত্রান পেয়ে তাঁর স্বর্গ রাজ্যের নাগরিক হয়, আর তাঁর রাজ্যের সব নাগরিক যেন তার পুত্রের মত হয়। আমরা যদি তার এই ইচ্ছা বিরোধী কোন প্রার্থনা আমাদের সুবিধামত করি তবে ঈশ্বর তা গ্রাহ্য করবেন না। "তুমি যদি বিশ্বাস কর তবে যা চাও তা-ই পাবে "এই কথা চিন্তা করে আমরা যা ইচ্ছা তাই প্রার্থনা করতে পারিনা। কারণ ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা অসীম নয়। এর একটা সীমা আছে।

তাহলে আমরা কিভাবে প্রার্থনা করব? "প্রভু দয়া করে 'কমল' কে পাপের হাত থেকে উদ্ধার কর"। "যদি তোমার ইচ্ছা হয়" বলবার দরকার নেই। কারণ আমরা জানি সকল মানুকে উদ্ধার করা-ই ঈশ্বরের ইচ্ছা। অবশ্য 'কমল' ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিতে

রাজি না-ও হতে পারে। পরিত্রাণ (বা উদ্ধার) পেতে হলে কোন লোকের ইচ্ছাকে অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছার সংগে এক হতে হবে।

আমরা প্রার্থনা করব, প্রভু আমাদের যীশুর মত কর, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়"--বলবার দরকার নেই। কারণ আমরা জানি ঈশ্বর চান তাঁর সন্তানেরা যেন তাঁর পুত্রের মত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছামত কাজ করবার জন্যই যীশুকে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে—

এবং নিজেকে অনেক নীচুতে নামাতে হয়েছে। এর ফলে তাঁকে ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। আমরা কি সত্যই যীশুর মত হতে পারি সেজন্য আমরা কি ক্রুশের যাতনা ভোগ করতে রাজি আছি? "তিনি ধনী হয়েও তোমাদের জন্য গরীব হলেন, যেন তার গরীব হওয়ার মধ্য দিয়ে তোমরা ধনী হতে পার "(২ করিন্থীয় ৮ : ৯ পদ)। যারা এখনো তার পরিত্রাণের "ধনের" কথা জানে না, তাদের কথা চিন্তা করে কি আমরা গরীব হতে রাজী আছি? আমরা কি নিজেদের নীচু করতে রাজি? যেন তাঁরই ইচ্ছাপূর্ণ হয় সে জন্য আমরা কি আমাদের বাবা-মা, আত্মীয় স্বজনদের ছেড়ে যেতে প্রস্তুত?

২৩) ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য যীশুকে কি করতে হয়েছিল?

... ...

তোমাদের কিছুই থাকে না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের কাছে চাও না। "-এই কথা যীশু বলেছেন। এরপরে তিনি বলেছেন, "তোমরা চেয়েও পাওনা, কারণ তোমরা মন্দ উদ্দেশ্যে চেয়ে থাক, যেন তোমাদের কামনা বাসনা তৃপ্ত হয়। "(যাকোব ৪ : ২-৩ পদ)। এর সাথে" তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই চেয়ো, তোমাদের জন্য তা করা হবে এর মিল কোথায়? আমরা যদি আমাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে তুলে দেই—তবেই এদের মিল দেখা যাবে। নিজের স্বার্থ তৃপ্তির জন্য যে প্রার্থনা, যে প্রার্থনা ঈশ্বরের নামের জন্য গৌরব জনক নয় তার উত্তর পাবার আশা করবেন না। আমাদের প্রার্থনা অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছামত হতে হবে। নতুবা ঈশ্বর সেই প্রার্থনার উত্তর দিতে পারেন না।

২৪) কোন কোন লোক তাদের প্রার্থনার উত্তর পায় না কেন?

... ...

লোকেরা যেসব বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করে

আমরা অনেক কিছু পেতে চাই। সেগুলি কি প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারি না? ভাল জিনিষের জন্য প্রার্থনা করা কি অন্যায়? ঈশ্বর কি আমাদের চাইতে বলেন নি? লোকেরা যেসব জিনিষের জন্য প্রার্থনা করে সেগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ-

১) যেসব জিনিষ ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে পড়ে না।

২) যেসব জিনিষ বা বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে কিনা আমরা ঠিক জানিনা।

৩) যে বিষয়গুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত বলে আমরা জানি। মন্দতা, স্বার্থপর জীবন যাপন, দৈহিক কামনা-বাসনা, এবং নিজের সম্মান-খ্যাতি, ইত্যাদি উপরের প্রথম শ্রেনীর মধ্যে পড়ে। এগুলি চাওয়ার কোন অধিকার আমাদের নেই। এগুলির জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি না কারণ আমরা জানি যে এগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে।

দ্বিতীয়তঃ এমন কতগুলি বিষয় আছে যেগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত কিনা আমরা ঠিক জানি না। এগুলির জন্য প্রার্থনা করবার সময় আমাদের বলতে হবে, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়।' ব্যবসা-বানিজ্যে সাফল্য, আরামদায়ক জীবনের জন্য দরকারী জিনিষ পত্র, সুখ্যাতি বা সুনাম, ...ইত্যাদি এই শ্রেনীর মধ্যে। এগুলির জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি কিন্তু তার পর ঈশ্বর যে উত্তর দেন তা গ্রহন করতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

তৃতীয় প্রকার বিষয়গুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে পড়ে। তিনি সব সময়ই চান যেন তাঁর নাম পবিত্র বলে মান্য হয়, আর যেন তাঁর রাজ্য এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আরো চান যেন কেউ-ই ধ্বংস না হয়, সকলেই যেন পরিত্রাণ পায়। আমরা যখন

এই বিষয়গুলির জন্য প্রার্থনা করি তখন "যদি তোমার ইচ্ছা হয়" বলবার দরকার নেই।

২৫) লোকেরা যে তিন প্রকার বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করে সেগুলি কি কি?··· ··· ··· ··· ··· ···

··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

কিন্তু সুস্থ্য করা ও মুক্ত করা কি ঈশ্বরের ইচ্ছা? এগুলি দ্বিতীয় না তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে? আমাদের মতে এগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে। সুস্থ্য করা এবং মুক্ত করবার জন্য প্রার্থনা করবার সময় আমাদের বলতে হবে, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়"। কারণ অনেক সময় ঈশ্বর পাপীদের দুঃখ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে দেন। তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন না, কারণ তিনি জানেন যে এর ফলে তারা বাধ্য হয়ে তাঁর কাছে আসবে এবং পরীক্ষা সিদ্ধ হবে। আবার কোন কোন সময় কেবল ধৈর্য্য ও নম্রতার মধ্য দিয়েই প্রভু যীশুর মত হওয়া যায়। বিশ্বাসীদের জীবনে অসুস্থতা অনেক সময় এই ধৈর্য্য ও নম্রতা এনে দেয়। আমাদের নিজেদের আকাংখা, নিজেদের গৌরব এবং নিজেদের আরাম-আয়েশের চেয়ে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর গৌরব অনেক মূল্যবান। অনেক সময় আমরা এই দুইটি বিষয়কে একই সংগে পেতে পারি না।

তাই সুস্থ্য করা ও মুক্ত করা সব সময় ঈশ্বরের ইচ্ছা না-ও হতে পারে। এর একটা ভাল দৃষ্টান্ত ইব্রীয় এগার অধ্যায়ে আছে। বিশ্বাস বীরদের আর্দ্ধেককে মুক্ত করা হয়েছিল, বাকী অর্দ্ধেককে মুক্ত করা হয়নি। যাদের মুক্ত করা হয়নি তাদের বিশ্বাস কিন্তু মুক্তি প্রাপ্তদের বিশ্বাসের চেয়ে কম ছিল না। আমরা পৌলের কথা বলেছি। তাকে তার দৈহিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করা হয়নি। পৌল দুর্বল ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে তুলে দিয়েছেন, আর এই ভাবে তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয়েছেন।

আমরা যীশুর কথাও বলেছি। তাঁকে ক্রুশীয় মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত করা হয়নি, কিন্তু তিনি নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে তুলে দিয়েছেন, আর এর ফলেই সকল মানুষের পরিত্রাণ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে ঈশ্বর কাউকেই সুস্থ্য করেন না। যিশাইয়

৫৩ঃ৫ পদে লেখা আছে, "আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।" সুস্থ্য হবার জন্য যারাই যীশুর কাছে এসেছে তিনি তাদের সুস্থ্য করেছেন।

তিনি খোঁড়াকে সুস্থ্য করেছেন, তিনি অন্ধকে সুস্থ্য করেছেন। দানিয়েলকে সিংহের খাদ থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। তিনজন ইব্রীয় সন্তানকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল। আমরা নিশ্চয়ই এইসব বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করতে পারি কিন্তু আমরা যা বলতে চাই তাহোল এই সব ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছার চেয়ে বরং ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই প্রথম স্থান দিতে হবে। আমাদের নিজেদের আরাম-আয়েশ, আমাদের আকাংখা ইত্যাদির চেয়ে ঈশ্বরের গৌরব ও তাঁর রাজ্য অনেক বেশী মূল্যবান। যীশুর শিষ্য হতে হলে যে ত্যাগ স্বীকার করা দরকার সেজন্য সব সময় আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

২৬) যিশাইয় ৫৩ঃ৫ পদ পড়ুন। যীশুর শাস্তি ভোগ এবং তাঁর ক্ষত আমাদের জন্য কি করেছে?

... ...

আসুন আমরা এই বলে শেষ করি যে পূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তি কেবল মাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। যে লোক ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনে থাকে সে দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আনন্দ-গান করতে পারে। সে ক্রুশের উপর মৃত্যু-যাতনার মধ্যেও বলতে পারে, "পিতঃ এদের ক্ষমা কর।" পৌল যখন বলেছিলেন, "আমার ঈশ্বর ..... তোমাদের সব অভাব পূরণ করবেন" (ফিলিপীয় ৪ঃ১৯ পদ) তখন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে রেখেই তা বলেছিলেন। তিনি তখন রোমীয়দের এক জেল খানায় বন্দী ছিলেন। যোহন যখন লিখেছিলেন, "আমি প্রার্থনা করি যেন তোমার সব কিছুই ভালভাবে চলে এবং আত্মার দিক থেকে তুমি যেমন ভালভাবে চলেছ, ঠিক তেমনি তোমার শরীরও যেন ভাল চলে।" (৩ যোহন ২ পদ), তখন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা স্মরণে রেখেই তা লিখেছিলেন। তিনি

তখন জন মানব শূন্য পাটম দ্বীপে ছিলেন। সেখানে ক্ষুধা-অনাহার, ঘৃণা এবং দারিদ্র্য কিছুই তার অন্তর থেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমা ছিনিয়ে নিতে পারেনি। ধন্য সেই লোক যে এই প্রার্থনা করতে শিখেছে, "তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক..... তোমার রাজ্য আসুক..... তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ।"

তোমার নাম

তোমার রাজ্য

তোমার ইচ্ছা

২৭) ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে কি পাওয়া যায়?

... ...

পরীক্ষা-৬

সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।

১) ঈশ্বরের দুইটি প্রধান ইচ্ছা কি কি লিখুন।

... ...

২) পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য কি ভাবে প্রার্থনা করেন?... ...

... ...

৩) অনেক সময় আমরা ঈশ্বরকে (বা ঈশ্বরের শক্তিকে) সীমাবদ্ধ করি কিভাবে?... ... ...

... ...

৪) ঈশ্বরে পরিকল্পনাকে সীমাবদ্ধ করার দৃষ্টান্ত লিখুন।... ...

... ...

৫) প্রেরিত ২ঃ ১-১৪ পদ পড়ুন। লোকেরা এক সাথে প্রার্থনা করার পর কি ঘটনা ঘটেছিল?... ... ...

... ...

... ...

৬) যখন প্রার্থনায় মানুষের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে এক হয় তখন কি ঘটে?... ... ...

... ...

৭) মানুষ কোন তিন রকম বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করে?

... ...

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর।

১) কারণ যে সব বিষয় ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাধা দেয়না অথবা তাতে সাহায্যও করেনা সেই বিষয়গুলি ঠিক করবার জন্য তিনি আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন।

২) ক) মিথ্যা
খ) সত্য
গ) সত্য
ঘ) মিথ্যা

৩) ঈশ্বর আমাদের মনে সেই বিষয়ে একটা "চিন্তা" দেন-যা আসলে আমাদের অন্তরে বাসকারী পবিত্র আত্মার রব।

৪) ক) সত্য
খ) মিথ্যা
গ) সত্য
ঘ) সত্য

৫) যাও, শিষ্য কর, বাপ্তিস্ম দাও, শিক্ষা দাও।

৬) যারা প্রার্থনা করে, যারা প্রচার করে, যারা কাজ করে, যারা দান করে, যারা নির্মাণ কাজ করে, যারা সান্ত্বনা দেয়, যারা সাক্ষ্য দেয়।

৭) ঘ) পবিত্র আত্মার আর এক নাম।

৮) কারণ কি বলে প্রার্থনা করা উচিত, তা আমরা জানি না।

৯) ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সেই রকম আকুলতার সংগে পবিত্র আত্মা এক অজানা ভাষায় আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন।

১০) ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী চলবার মধ্যে।

১১) কারণ নিজেদের দাবীদাওয়াগুলি পূর্ণ করে তারা ঐ আদেশ পূর্ণ করতে চায়।

১২) তারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করেছিল।
তারা ঈশ্বরকে সীমাবধ করেছিল।

১৩) ক) সত্য
খ) সত্য
গ) সত্য
ঘ) মিথ্যা

১৪) কারণ তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য একতাবদ্ধ হয়েছিল।

১৫) প্রশংসা ও ধন্যবাদের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সংগে কথা বলা।

১৬) ক) ৩) ফিলিপীয় ৪ঃ ১৯ পদ।
খ) ১) যোহন ১৫ঃ ৭ পদ।
গ) ৪) মথি ১৭ঃ ২০ পদ।
ঘ) ২) মথি ১৯ ২৬ঃ পদ।

১৭) ঈশ্বরের আদেশ পালন করা, বিশ্বাস রাখা, নিঃস্বার্থভাবে দান করা, এবং ঈশ্বরের বাক্য জানা।

১৮) ক) সত্য
খ) সত্য
গ) মিথ্যা
ঘ) সত্য

১৯) আমাদের তাঁর সাথে চলতে হবে এবং তাঁর বাক্য আমাদের অন্তরে থাকতে হবে।

২০) তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছামত কাজ করতে চেয়েছিলেন।

২১) প্রভু যীশু, প্রেরিত পৌল

২২) ক) সত্য
খ) মিথ্যা
গ) সত্য
ঘ) সত্য

২৩) তাঁকে দুঃখভোগ করতে হয়েছিল এবং নিজেকে অনেক নীচুতে নামাতে হয়েছিল।

২৪) কারণ তারা নিজেদের কামনা-বাসনা তৃপ্ত করবার জন্য প্রার্থনা করে।

২৫) যেসব বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে পড়ে না।
যেসব বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে কিনা আমরা ঠিক জানিনা।
যে বিষয়গুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত বলে আমরা জানি।

২৬) আমাদের শান্তি দিয়েছে ও আমাদের আরোগ্য সাধন করেছে।

২৭) পূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তি।

তৃতীয় খণ্ড

প্রার্থনার গুরুত্ব